তারিখ 0.5 NOV [redacted]
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... 3...

১৩৭

দৈনিক সংবাদে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে মূল্যবান বিভিন্ন পুস্তক। কিন্তু একজন দায়িত্ববান তত্ত্বাবধায়কের অভাবে এসমস্ত মূল্যবান বই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। আমার জানামতে, Luke রচিত Turky নামক বইটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে বইটির পৃষ্ঠাগুলো হাতের সামান্য ছোঁয়াতেই ঝরে পড়ে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ বইটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমার ধারণা এরকম আরো অনেক বই আছে। অবশ্য বর্তমানে এসমস্ত বই সংরক্ষণের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবার কিছু কিছু বই আছে, যা এক কপি করে থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

অবশ্য বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা অতিমাত্রায় Tradstional notes (পূর্ববর্তী শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া) ওপর নির্ভর করছে। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

পাঠাগারের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নমনীয় মানসিকতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বই গ্রহণে ও পড়ার জন্য পাঠাগার কর্মীদের সহৃদয় সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য পাঠাগার কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিনীত আবেদন—প্রত্যেক মাসে যে কোন একটি বিষয়ের উপর সপ্তাহব্যাপী পুস্তক প্রদর্শনী করা হোক। যা ছাত্র-ছাত্রী-দের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রদর্শনীতে প্রবেশকারীকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়-পত্র প্রদর্শন করতে হবে।

এই প্রদর্শনীর ফলে শিক্ষক ছাত্রছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হতে পারবে।

আরেফিনা বেগম,
এম,এ শেষ বর্ষ
ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

আমি পিরোজপুর জেলাধীন ১নং সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের নির্ধারিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত ধাবড়ী বায়াকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। আমার শিক্ষাক্রম চলাকালীন অত্র স্কুলে চারজন শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন অথচ আজ প্রায় দশ/বারো বৎসর যাবৎ অত্র স্কুলে তিনজন শিক্ষক শিক্ষা দান করে আসছেন। বলাবাহুল্য পাশাপাশি স্কুলে চারজন শিক্ষক অবস্থান করছেন।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস "শিক্ষা বিভাগ" কর্তৃপক্ষ এরকম বৈষম্যমূলক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি যথাযোগ্য সহানুভূতির সাথে ভেবে দেখবেন।

উত্তম কুমার ঢালী,
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (সম্মান),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সমস্যা জর্জরিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মৌলবী বাজার উপজেলার প্রাচীন ও অন্যতম বৃহত্তম ব্রাহ্মণগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষসমূহের দরোজা জানালা নেই। রাতে এখানে গরু বাছুর এবং উদ্বাস্তু লোকজন থাকে। ফলে ক্লাস কক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে থাকে। এই জরাজীর্ণ স্কুল ভবনটিতে শিক্ষকদের কমন রুম বা অফিস নেই।

এই ভবনটি অবিলম্বে মেরামত করা দরকার। পানীয় জলের জন্য নলকূপ নেই কিংবা পানির কোন সুব্যবস্থা নেই।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসার ও কর্মকর্তাগণ স্কুলভবনটি দেখে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

স্কুল ভবনটি মেরামতসহ উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাই।

মোঃ আলতাফুর রহমান,
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষক সংকট

ডেমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬শ'র ওপর ছাত্রছাত্রীকে পড়ানোর জন্য মাত্র ৪জন শিক্ষক আছেন। ডেমরা থানার শিক্ষা অফিসার গত ২৩।২।৮৭ তারিখে স্কুলটি পরিদর্শন করে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সুপারিশ করেন যে, নতুন পদ সৃষ্টি সম্ভব না হলে তবে সমন্বয়ের মাধ্যমে আরও ২ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন।

এই সুপারিশের প্রতি সরকার ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ডেমরা সঃ প্রাঃ স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।

তমিজউদ্দিন আহমেদ,
ও ডাঃ আঃ মবিন শেখ
ঢাকা।

চুনারুঘাট ডিগ্রী কলেজে যাত্রী ছাউনি

চুনারুঘাট ডিগ্রী কলেজ বাস ষ্টপেজে প্রতিদিন শত শত ছাত্র-ছাত্রী যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলেজ ষ্টেপেজে কোন যাত্রী ছাউনি নেই। সে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের রোদ বৃষ্টিতে দুর্ভোগের সীমা থাকে না। যাত্রী ছাউনি না থাকার কারণেই বাসগুলোকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে থামতে দেখা যায় না। বাসগুলো আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যার দরুন বাসে ওঠা নামায় ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। জনৈক হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক বার বার যাত্রী ছাউনি হওয়ার আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও হচ্ছে না।

অতএব, চুনারুঘাট ডিগ্রী কলেজ যাত্রী ছাউনী স্থাপনের ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ, টি, এম তাজুল ইসলাম,
গাজীপুর (তাহির),
চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।